আশেকে রাসূলের বৈশিষ্ট্যঃ
-জিহাদ মাহমুদ

আমরা অনেকেই নিজেকে আশেকে রাসূল দাবি করি। আশেকে রাসূল হিসেবে পরিচয় যাহির করে গুটিকয়েক সুন্নাত-মুস্তাহাব আমল নিয়েই শরিয়তকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। আবার অনেকেই ওয়াজ মাহফিলে ইশকে রাসুলের বয়ান করে জান্নাতের টিকেট ধরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এটা ভুলে যায় যে, ইশকে রাসুল যদিও বাত্বিনী(অন্তরের) বিষয় তবুও যাহেরী শরিয়ত ব্যতীত তা পূর্ণতা পায়না। আসুন জেনে নিই আশেকে রাসূলের কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

১.রাসূল ﷺ এর অনুসরণ করাঃ

সবচেয়ে বড় আলামত হলো এই যে, তাঁর অনুসরণ, তাঁর সুন্নাতকে নিজের করে নেয়া। তাঁর রাস্তায় চলা, তার সীরাতে তাইয়্যেবা থেকে পথ প্রদর্শন নেয়া, আর তার শরীয়াতের সীমা রেখার উপর স্থির থাকা, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

-"হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, 'হে মানবকুল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তবে আমার অনুসারি হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং-৩১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ এর আনুগত্যকে বান্দার আল্লাহ তা'আলাকে মুহাব্বতের আলামত স্থির করেন। আর রাসূল আকরাম ﷺ এর আনুগত্যের প্রতিদান বান্দার জন্যে নিজ মুহাব্বতকে ঘোষণা করেন।

ইমাম আবু ইসহাক আর-রাকী রহঃ যিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ: এর সমসাময়িক ছিলেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বতের আলামত তাঁর ইবাদতকে প্রাধান্য দেয়া, আর তাঁর নবী (ﷺ) এর আনুগত্য করা।

২.শরীয়াতের উপর সন্তুষ্ট থাকাঃ

নবী আকরাম ﷺএর মুহাব্বতের আলামতের মধ্যে একথাও হয় যে, ঐ মুহাব্বতের দাবীকারী তাঁর শরীয়াতের উপর সন্তুষ্ট হয়। এমনকি নিজ নফসে তাঁর ফয়সালায় কোন সংকীর্ণতা অনুভব না করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী-

فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

-"সুতরাং হে মাহবুব! আপনার রবের শপথ, তারা মুসলমান হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না, অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তরে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেবে।" (সূরা আন্-নিসা, আয়াত নং-৬৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর ফয়সালায় নিজের বক্ষে সংকীর্ণতা অনুভব করে। আর তা সমর্থন না করে, তার নিকট থেকে ঈমানের নাম বিলুপ্ত হয়ে যায়।

শাইখুল মুহাক্কীকিন, ইমামুল আ'রিফীন, আল্লামা তাজউদ্দীন বিন আতা বিন শাযালী রহঃ বলেন, এ আয়াত এ বিষয় প্রমাণ করে যে, প্রকৃত ঈমান ঐ ব্যক্তির হাসিল হয়, যে কথা, কাজ, গ্রহণ করায়, ত্যাগ করায়, মুহাব্বত আর ঘৃণা সবদিক থেকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে বিচারক মান্য করে। আর এ কথা কষ্ট ও প্রশংসা উভয়ের হুকুমকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৩.তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করাঃ

রাসূলে আকরাম কে ভালবাসার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে আপন কথা ও কর্মে তাঁর জীবনব্যবস্থাকে সাহায্য করা। তাঁর শরিয়তকে প্রতিরক্ষা করা। বিনম্রতায় তাঁর পবিত্র জীবনীকে আপন ধৈর্য, বিনয়ীতা তাঁর দেখানো পন্থায় চলা তাঁর সকল চরিত্র মুবারক নিজের জীবনে ধারণ করা।

অতএব, যে ব্যক্তি আপন অন্তরকরণে বদ্ধমূল করেন তিনি ঈমানের স্বাদ পাবেন। যে ঈমানের মধ্যে স্বাদ পায় সে ইবাদতের মধ্যে তৃপ্তি অনুভব করে,দ্বীনের ব্যাপারে কষ্ট স্বীকার করে। পার্থিব বিষয় থেকে দ্বীনের কাজকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

(৪) দুঃখ-দুদর্শা সহ্য করাঃ

রাসূলে আকরাম ﷺ এর ভালোবাসার অন্যতম আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা। কেননা এই ভালোবাসার মাধ্যমে প্রেমিকের এমন স্বাদ অনুভূত হয় যে তিনি দুঃখকেই ভুলে যান। এই দুর্দশার জন্য অপরের নিকট যে কষ্ট পৌঁছায় তাও তিনি পৌঁছান না। বরং এটা তাঁর আরেকটি স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। স্বভাবতই কিংবা প্রকৃতিগতভাবে এমনটি নয় ভালোবাসায় এমনভাবে সিক্ত হয়ে যান তিনি ওই দুদর্শায় এর চেয়েও অধিক স্বাদ অনুভব করেন। যেমনি স্বাদ এমন দুদর্শা ব্যতিরেকে অর্জন হয় না। স্বাদ ও অস্তিত্ব এই বিষয়ে সাক্ষ্য ভালোবাসা পোষণকারীর জন্য দুঃখমোচনের সাথে মিলে যায় যদি তিনি এই মাধুর্য না পান তখনই এই কষ্ট মিলে যায়। যেমনি বলা হয়,

تشكى المحبون الصبابة ليتنى * نحلت بما يلقون من بينهم وحدى

كانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلى محب ولا بعدى

"ভালোবাসাপোষণকারী উন্মাদনার অভিযোগ করে। আহ! যদি আমার ওই উন্মাদনা ও ইশকের কষ্ট অর্জন হতো। আর এতে আমার সাথে অন্যকেউ অংশীদার না হতো। বরং আমি একাকি হতাম। ভালোবাসার যাবতীয় স্বাদ কেবল আমার মনের জন্যই হতো। আমার পূর্বাপর কারো জন্য না হতো।"

৫.নবী আকরাম এর যিকিরের আধিক্য হওয়াঃ

রাসূলে আকরাম ﷺ এর ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন তাঁর যিকিরের আধিক্যতা। যেমন-(হাদিসে এসেছে)-

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ

-"যে যাকে ভালোবাসে সেই তাঁরই স্মরণ করে অধিকহারে।"(শুয়াবুল ঈমান, হাঃ ৫০১)

কেউ কেউ বলেন, ভালোবাসা হলো ভালোবাসার ব্যক্তিকে সর্বদা স্মরণ রাখার নাম। আল্লামা মাহাবী রহঃ বলেন, প্রেমিকের নিদর্শন হচ্ছে সর্বদা প্রেমাস্পদের স্মরণ করা। না তিনি এ থেকে স্মরণ বিমুখ হন, না তিনি স্মরণ করতে গিয়ে ক্লান্তি অনুভব করেন। কখনো কখনো প্রেমিকের অস্তিত্ব অতিরিক্ত হয়ে যায়, উন্মাদনা বেড়ে যায়,ক্রন্দনের আওয়াজ বের হয়, ছুটাছুটি অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়। অঙ্গপ্রতঙ্গ ঢলে পড়ে। শরীর ছুটে যেতে যায়। শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। কখনো

কখনো কাঁদতে শুরু করে, কখনো কখনো শ্বাস বেড়ে যায়। মস্তিস্ক স্থির হয়ে যায়। কখনো হতভম্ব অচল হয়ে যায়।

সুতরাং সর্বাবস্থায় নবী আকরাম (ﷺ) এর আলোচনা আমাদের অন্তর সমূহে উজ্জ্বলতা, বক্ষ সমূহে শিফা আর জবান সমূহে মধুবতার কারণ হয়। যদিও সময় ঘন্টা ভিন্ন হয়, **সব ইবাদত, জুম'আ সমূহ, জামাত, খুতবা, নামায সমূহ, আর সব কাজ এমনকি ক্রয় বিক্রয়, লেনদেন, সন্ধির চুক্তি, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সমূহের সূচনায় সব গুলোতে তাঁর আলোচনা মর্যাদা হাসিল করা যায়। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার যিকির ও দোয়ার সময়, কারণ তাঁর আলোচনাতেই কবুলিয়াতের দরজা সমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়।**

৬.তাঁর আলোচনার সময় সম্মান করাঃ

তাঁর মুহাব্বতের এক আলামত হলো এই যে, তাঁর আলোচনার সময় তাকে সম্মান করতে হবে। **আর এই সম্মানের কারণেই মূলত আমরা রাসূলে কারীম ﷺ এর দরবারে যখন সালাতু সালাম পড়ি তখন দাঁড়িয়ে যাই। যদিও এটা ওয়াজিব নয় কিন্তু উনার প্রতি সম্মানটা ওয়াজিব হয়।**

তাছাড়া বিনয় ও নমনীয়তা প্রকাশ করতে হবে, যখন তাঁর শ্রদ্ধাভাজন নাম শুনে। কারণ যে কেউ কাউকে মুহাব্বত করে তখন তার জন্য ঝুঁকে যায়, যেভাবে নবী আকরাম ﷺ এর বেসালের পর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আলোচনা করার সময় বিনময় ও নমনীয়তা ইখতিয়ার করতেন।আর তাঁদের দেহের পশম খাড়া হয়ে যেত, আর তারা কাঁদতে শুরু করতেন। অনুরূপ অধিকাংশ তাবেঈন, আর তাঁদের পর মানুষ তাঁর মুহাব্বত, উৎসাহে ইজ্জত ও সম্মানে এরূপ করতেন।

৭. রাসূল আকরাম (ﷺ) এর সাক্ষাতের উৎসাহঃ

নবী আকরাম ﷺ এর মুহাব্বতের এক আলামত হলো এই যে, তাঁর সাথে সাক্ষাতের উৎসাহী হওয়া। কারণ প্রত্যেক প্রেমিক স্বীয় নিজ প্রেমিকার সাথে সাক্ষাতের উৎসাহ রাখে। কোন কোন হযরতগণের অভিমত হলো যে, মুহাব্বত প্রেমিকার উৎসাহের দ্বিতীয় নাম হয়।

হযরত বেলাল রাঃ এর যখন বেসালের সময় হয়, তখন তাঁর স্ত্রী বলেন, হ্যায় চিন্তা! তিনি বলেন, কি খুশি! আগামি দিন আমি নিজ প্রেমিকগণ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এর সাথে সাক্ষাৎ করবো। প্রেমিক যখন মুহাব্বতের স্বাদ উপভোগ করে, তখন তার অন্তরে মুহাব্বত

আর তলবের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। আর তাতে উৎসাহ পয়দা হয়। আর সে স্বীয় মাহবুব থেকে সবরকে অনেক বড় গোনাহ মনে করে।

৮.কুরআন মাজীদের প্রতি মুহাব্বত:

নবী আকরাম (ﷺ) এর মুহাব্বতের এক আলামত কুরআন মাজীদের প্রতি মুহাব্বত, যা তিনি নিয়ে আসেন। এর মাধ্যমে রাস্তা পান। আর তাকে নিজের সীরাত বানান। হাদিসে আয়েশা (রা.)-কে নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'জেনে রাখো! পুরো কোরআনই হলো রাসুল (সা.)-এর চরিত্র।' অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল-কোরআনের বাস্তব নমুনা। (মুসনাদ আহমদ: ২৫৮১৩)

যে ব্যক্তি কোন মাহবুবের মুহাব্বতে মুহাব্বত করে, তার কথা ও কালাম তার নিকট বেশী পছন্দ হয় ।যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে কুরআন মাজীদ শুনে, তার অবস্থা কিরকম হয় তা আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

"এবং তারা যখন শোনে সেটা, যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তাদের চোখগুলো দেখো- অশ্রুতে ভরে উঠছে, এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে।" (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং-৮৩)

৯. সুন্নাতের প্রতি মুহাব্বত:

নবী আকরাম (ﷺ) এর মুহাব্বতের এক আলামত হলো এই যে, তাঁর সুন্নাতের উপর আমল আর তাঁর মোবারক হাদিস শুনার আগ্রহ হওয়া, নিশ্চিত সে ব্যক্তির অন্তরে ঈমানের স্বাদ দাখেল হয়। তখন সে আল্লাহ তা'আলার কালামের থেকে কোন কালেমা বা রাসূল (ﷺ) এর কোন হাদিস শুনে, তখন তার রূহ অন্তর, তাঁর ভালবাসায় আন্দোলিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنة

এখানে তিনি বলেছেন,

من احب سنتی فقد احبنی

যে আমার সুন্নতকে মহব্বত করবে অর্থাৎ আমার সুন্নতের প্াবন্ধ হবে,তারাই আমাকে মহব্বত করে। অর্থাৎ মহব্বতের মাপকাঠি হলো সুন্নাতে রাসুল।

ومن احبنی کان معی فی الجنة

আর আমার সুন্নাত পালন করার মাধ্যমে যারা আমাকে মহব্বত করবে, তারা আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে।

(১০) নবী আকরাম (ﷺ) এর আলোচনার আকাংঙ্খা:

নবী আকরাম (ﷺ) এর মুহাব্বতের মধ্যে এক আলামত হলো এই যে, তাঁর প্রেমিক তাঁর আলোচনা শরীফ থেকে স্বাদ উপভোগ করে। আর যখন তাঁর শ্রদ্ধাভাজন নাম শোনে তখন খুশিতে হেলে উঠে। আর আর কারো কারো নেশার মত অবস্থা পয়দা হয়। যাতে তার অন্তর, রূহ ও শ্রবণে ডুবে যায়। ঐ নেশার কারণটা তৃপ্তির হয়ে থাকে। তা আকলের উপর প্রবল হয়ে যায়। আর স্বাদের কারণ মাহবুবের ভালোবাসা অনুভব হয়। সুতরাং যখন মুহাব্বত মজবুত হবে তখন মাহবুবের অনুভূতিও মজবুত হবে।

তথ্যসূত্র:- মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ খন্ড-২ পৃ.-৬৩৭

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রকৃত আশেকে রাসূল ﷺ হওয়ার তাওফীক দান করুক আমীন।

آمین بحرمة سيد المرسلین صلي الله تعالی علیه وآله وبارك وسلم

✍ জিহাদ মাহমুদ

শিক্ষার্থী: জলদী হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসা। বাঁশখালী চট্টগ্রাম।

এবং

ডিপার্টমেন্ট অফ এরাবিক এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ

চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

01619057996
jihadmahmud32a@gmail.com